The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ইতিহাস চর্চায় ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত

Tanuja khatun
Independent Researcher & Student, M.A in History, The University of Burdwan, West Bengal, India

DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400004

Abstract

ইতিহাস কেবলমাত্র একটি শব্দ নয়। এই ছোট্ট একটি শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সমস্ত দেশের অতীত ঘটনাবলী। ইতিহাস শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Histor" অর্থাৎ জ্ঞান এবং গ্রিক "Historia" শব্দ থেকে, যার অর্থ অনুসন্ধান , গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা ও তথ্যানুসন্ধান। ইতিহাসকে বুঝতে গেলে আমাদের ঐতিহাসিক কে জানতে হবে কারণ ইতিহাস ও ঐতিহাসিক একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতিহাস হল মানব সমাজের চলমান বা জীবন্ত অতীত। এই অতীত ঘটনাবলীকেই খুঁজে বের করে সঠিক তথ্যের মাধ্যমে বর্তমানে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করাই হলো ঐতিহাসিকের কাজ। ইতিহাস বলতে আমরা কেবল জানতাম রাজা, রানী ও সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের কথা কিন্তু বর্তমানে ইতিহাসের ধারণায় পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিহাসের পরিধি অনেক বেশি সম্প্রসারিত, তার মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রা, খেলাধুলা, খাদ্য অভ্যাস, সংস্কৃতি, পোশাক পরিচ্ছদ, পরিবেশ সবই ইতিহাস চর্চার আলোচনায় স্থান পেয়েছে। ইতিহাস চর্চার ব্যাখায় বহুমুখী ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে থেকে এই প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চা আলোচিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দী থেকে। এই সময় কালে অন্যতম প্রধান জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ ও অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ ছিলেন রমেশ চন্দ্র দত্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চায় তিনি যে নতুন তথ্যের অনুসন্ধান করে ইতিহাসকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন যা শিক্ষার্থীদের কাছে এক নতুন জ্ঞানের আলোড়ন সৃষ্টি হল। ব্রিটিশ আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানতে হলে রমেশ চন্দ্র দত্তের ইতিহাস চর্চা ও ইতিহাস দর্শন সম্পর্কে আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিষয়ের গবেষণা করতে আগ্রহী পাঠকের কাছে অবশ্যই রমেশ চন্দ্র দত্তের গবেষণামূলক গ্রন্থ গুলির গুরুত্ব অপরিসীম .ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন । দেশের জনগণের দারিদ্র্যের কথা ও তার কারণ তিনি স্পষ্টভাষায় তার রচনায় তুলে ধরেছেন। ইতিহাসকে তিনি নতুনভাবে পরি_নির্মাণ করেছেন যা, ভারতের সংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য কে পুনর্নির্মাণ করে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছিল।

Keywords: *ইতিহাস চর্চা, জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভারতীয় সংস্কৃতি, গৌরবময় অতীত, সমাজ চেতনা*

ভূমিকা

ইতিহাস বিদ্যা হল ঐতিহাসিকের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত। ঐতিহাসিক কে বিচ্ছিন্ন রেখে ইতিহাস রচিত হয় না। তাই ইতিহাস পাঠ হল অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কথোপকথন। এই দুইয়ের মাঝখানে সেতুবন্ধন এর কাজ করে ঐতিহাসিক। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অর্থনীতি ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ ও রীতিনীতি দ্বারা পরিচালিত হতো। এর প্রতিবাদে ধীরে ধীরে দেশের একদল শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সক্রিয় হয়। বিংশ শতকের একেবারে শুরুর দিকে বঙ্গভঙ্গের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বদেশকে সম্যকভাবে জানার আগ্রহ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ভারতের অতীত দিনের গৌরবময় ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে ঐতিহাসিকরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তাগিদ অনুভব করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রমেশ চন্দ্র দত্তের গবেষণা ব্রিটিশ শোষণের রূপকে প্রকট করেছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের

Published By: ***Atasi Publisher***
All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

অর্থনৈতিক ইতিহাসের নানা ঘরানার কথা জানা যায়। কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকে ঐতিহাসিকদের লেখায় জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি রূপায়িত করার প্রবণতা দেখা যায়। রমেশ চন্দ্র দত্ত শুধুমাত্র একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ ছিলেন না, সেই সঙ্গে তিনি একজন প্রশাসনিক আধিকারিক, সাহিত্যিক ও উপন্যাসিক। তার কর্মজীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মেরুদন্ড কিভাবে ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তিনি তার গবেষণায় স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন ভারতীয় জনগণের দারিদ্রতার কারণ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রমেশ চন্দ্র দত্তের "ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস" দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খন্ডের আলোচ্য বিষয় ছিল প্রাক ভিক্টোরিয়া যুগের অর্থাৎ 1757 থেকে ১৮৩৭ সালের ইতিহাস। দ্বিতীয় খন্ডটি ছিল ভিক্টোরিয়া যুগের ১৮৩৭ থেকে ১৯০১ সালের অর্থনৈতিক ইতিহাস। এই সময় ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে বহু আলোচিত হয়েছে অনেক বইও লেখা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে লেখা রমেশ চন্দ্র দত্তের গ্রন্থটি আজও পাঠক সমাজের কাছে আকর্ষণীয়।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অর্থনৈতিক শোষণের উন্মোচন

ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ রমেশ চন্দ্র দত্ত ব্রিটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণের স্বরূপ উন্মোচনে ইতিহাস চর্চাকে তার গবেষণামূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তার ইতিহাস চর্চায় ব্রিটিশ শোষণের ফলে ভারতের দারিদ্র্য, সম্পদ নির্গমন এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ধ্বংসের চিত্র তুলে ধরেন যা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করে। তার বিখ্যাত গবেষণামূলক গ্রন্থ "ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া" তিনি সরাসরি ব্রিটিশ নীতি কে ভারতের দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন যা পূর্বের ইতিহাসবিদদের চেয়ে ভিন্ন ও আপোসহীন ছিল। তিনি কেবল রাজনৈতিক ঘটনা নয় বরং কর নীতি, ভূমি রাজস্ব ও কৃষি ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের অর্থনৈতিক দিকটি তুলে ধরেন। তার লেখায় ভারতীয়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগানোর প্রয়াস ছিল। তার কর্ম "অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ" এর বিকাশে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল এবং পরবর্তী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রমেশ চন্দ্র দত্ত ছিলেন একজন প্রথিতযশ ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ এবং সাহিত্যিক। তার ইতিহাস চর্চার মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জাতীয়তাবাদী এবং অর্থনৈতিক। তিনি মনে করতেন ইতিহাস কেবল রাজা-বাদশাদের কাহিনী নয়, বরং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের দর্পণ। রমেশ চন্দ্রের ইতিহাস চর্চার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ভারতের অতীত গৌরব কে বিশ্ব দরবারে উন্মোচন করা। ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার। আর এই সম্পদের উপরই ভাগ বসিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ভারতে উন্নত কৃষি ব্যবস্থা, ভারতের প্রস্তুতকৃত কাঁচামাল এবং কুটির শিল্প এই সমস্ত কিছুই ছিল ভারতবর্ষের জনগণের জীবন যাপনের মানদন্ড। কিন্তু যখন থেকে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে নিজেদের শাসনে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল তখনই ভারতবর্ষের বুকে নেমে এলো দুর্ভিক্ষের ছায়া। আর দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ কে অনুসন্ধান করার জন্য এবং ভারতের বিপুল পরিমাণ সম্পদ বৃটিশদের লুণ্ঠনের ফলে ভারতবর্ষের মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে কিভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল তার চিত্রকে পাঠক সমাজের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন একমাত্র বাঙালি ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার স্রষ্টা রূপে আবির্ভাব ঘটে রমেশচন্দ্র দত্তের। ব্রিটিশ সরকার দ্বারা পরিচালিত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক শোষণ ,সংস্কৃতিক আন্দোলনের জোয়ার ও ইংরেজি শিক্ষা - দীক্ষা আদব-কায়দা, চাল চলনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৮৪৮ সালের ১৩ই আগস্ট রমেশ চন্দ্র দত্ত উত্তর কলকাতার রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রমেশ চন্দ্র দত্তের পূর্বপুরুষ ও সমগ্র পরিবারই ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষায় দীক্ষিত। স্বভাবতই ছেলেবেলা থেকেই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজি শিক্ষায় ও আদব কায়দাতে সাহেব হয়ে গিয়েছিলেন। এক কথায় বলা যেতে পারে তিনি সেই যুগের Anglicist স্রোতে ভেসেছিলেন। তার নিজের কর্মজীবন ও শিক্ষাজীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আই সি এস পরীক্ষায় তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার পরই ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তার দুই সহপাঠী কে নিয়ে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। পশ্চিমের যাত্রা রমেশ চন্দ্র দত্তের জীবনে প্রথম যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি পশ্চিমের উদারনৈতিক ভাবধারা, মানসিকতা

Published By: Atasi Publisher
All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ও চিন্তাভাবনার সংস্পর্শে আসেন। জন ব্রাইট, হেনরি ফসেট, জন স্টুয়ার্ট মিল ও চার্লস ডিকেন্স তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাদের লেখা ও চিন্তাভাবনা তাকে নতুন করে জানতে ও ভাবতে শেখায়। ইংল্যান্ডে তার যাবতীয় জানার কাজ সম্পূর্ণ করে ১৮৭১ সালে রমেশ চন্দ্র দত্ত ভারতে ফিরে আসেন এবং ২৪ পরগনার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কর্মে যোগদান করেন। পরে ১৮৯৪ সালে বর্ধমানে ও তার কিছুটা সময় পড়ে উড়িষ্যার কমিশনার হয়েছিলেন। তিনি ১৮৭১ সাল থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে এক বিরাট জাতিগত পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। তিনি দেশের জনগণের দুঃখ দুর্দশা ও ব্রিটিশ সরকারের বিরূপ দৃষ্টির প্রতি আলোকপাত করতে শুরু করেন। তিনি ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর গবেষণা করতে মনস্থ করেন এবং ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয় আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ "ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া" ভলিউম _ওয়ান।

ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার উন্মোচনের সঠিক কারণ রমেশ চন্দ্র দত্ত তার বিখ্যাত গ্রন্থে "দ্য ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া" তুলে ধরেন। তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখান যে ব্রিটিশ নীতির অতিরিক্ত ভূমি রাজস্ব ও দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের ফলে ভারতে দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। রমেশ চন্দ্র দত্তের আর এক স্মরণীয় সর্বজনবিদিত গ্রন্থ হল "The Bengal peasantry". এই গ্রন্থে বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের করুণ, নিদারুণ, শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন। অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই দুই খানা গ্রন্থই তার জীবনের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম অবদান। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অর্থনৈতিক নিদারুনের করুন প্রতিচ্ছবি। ব্রিটিশ সরকার নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য ভারতের সম্পদ যথেচ্ছ পরিমাণে লুণ্ঠন করেছিল। ভারতে উৎপাদিত কাঁচামাল সস্তা দামে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেত। ইংল্যান্ড থেকে প্রস্তুত দ্রব্য চড়া দামে ভারতের বাজারে বিক্রি করতো। এর ফলে ভারতের ছোট ছোট কুটির শিল্প গুলি ধ্বংসের দিকে চলে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ চরম দারিদ্রতার মধ্যে পড়েছিল। ভারতে অনুকূল পরিবেশে প্রস্তুত বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল ব্রিটিশ সরকার পুরোটাই ভোগ করত বিনিময়ে ভারতীয়দের বস্ত্র শিল্পের কোন উন্নয়ন ব্রিটিশ সরকার করেনি। বরং নিজেদের দেশ ইংল্যান্ডকে সেই সময় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছিল। তার গ্রন্থে এই সমস্ত তথ্য তিনি তুলে ধরেছিলেন এবং সম্পদ নির্গমন তত্ত্বের উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তার গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ব্রিটিশ শাসন এদেশের শিল্পের বিকাশ কে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল। উপরন্ত এ দেশ হয়ে পড়েছে তাদেরই পণ্য বিপণনের বাজার। তার গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন অভাবের চেয়েও সরকারি অব্যবস্থাপনা এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাসের ফলেই ভারতের মানুষ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়েছিল। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে লেখা গ্রন্থে তিনি বিশ্বের দরবারে সকলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলেন ইংরেজ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের পাশাপাশি কৃষি ও কৃষকের শোচনী অবস্থা, চরম দুঃখের, কষ্টের, বেদনার কথাই প্রকাশিত হয়েছে তার "The Bengal peasantry"গ্রন্থে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন কিভাবে জমিদার শ্রেণী তাদের অধস্তন প্রজাদের নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত ও ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এই সমস্ত কাজে জমিদারদের প্রলোভন দেখিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ফলে কৃষকদের দারিদ্রতা ও অসহায় অবস্থার চরম সংকটে পৌঁছেছিল। এরই ফলস্বরূপ ১৮৫৭ সালে কৃষকদের অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার ধারণ করেছিল। এই বিদ্রোহের মূল কারণ নিহিত ছিল অতিরিক্ত খাজনা বা করব্যবস্থা। এই পরিপেক্ষিতে তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন শাসক শ্রেণীর উপনিবেশীয় অর্থনীতিই এজন্য দায়ী । তিনি ভারতের ভয়াবহ অর্থনীতির রূপকে প্রকাশ করলেন । এছারাও তিনি আঘাত করলেন ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থাকে। সামরিক বিভাগে প্রচুর ব্যয় ও ভারতকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশদের শোষণ এবং ভারতের প্রস্তুতকৃত কাঁচামাল সস্তায় ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া এই সকল কৃষক বিদ্রোহ ও ভারতের জনগণের উপর নেমে আসা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ বলে তিনি তার গ্রন্থে নির্ধারণ করেছেন। এক কথায় রমেশ চন্দ্র দত্ত ভারতবর্ষে কৃষির উপর ভিত্তি করে যে জমিদার বা কর্মচারীদের অস্তিত্বের কথা বলেছেন এরা ফিউডাল উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত। এই প্রথা জোড়পূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা। এই রীতির ফলে উদ্বৃত্ত অর্থ বেশিরভাগটাই বৃটিশদের হাতে চলে যেত। কৃষক স্বাধীন ছিল না। অর্থাৎ সে চাইলেই জমি ছেড়ে চলে যেতে পারত না। কৃষক নামে মাত্র ফসল উৎপাদন করত কিন্তু অংশীদার হিসেবে কাজ করতো ব্রিটিশ সরকার। এইরকম এক

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

অমানবিক রীতি কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগে যখন দেশীয় শিল্প ভেঙে গেছে। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ব্রিটিশদের উচ্চ ভূমিরাজস্ব নীতি, শোষণ মূলক অর্থনৈতিক নীতি এবং ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অবহেলা কৃষি ও কৃষকের অবনতি ও দারিদ্র্যের মূল কারণ ছিল।

ইতিহাস চর্চায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্বন্ধে রমেশ চন্দ্র দত্ত তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন ব্যক্তির সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এককেটি যুগ কেটে গেছে এবং পরবর্তী যুগের আগমন ঘটেছে। প্রতিটি যুগেই আবির্ভাব ঘটেছে মহান ব্যক্তিগণের। কোন ব্যক্তি নিজেকে যুগের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। সক্রেটিসকে আমরা জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে জানি। তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা শুধুমাত্র নিজের জ্ঞানের জন্য নয়। গ্রীকদের অসাধারণ চিন্তার প্রভাবে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এখান থেকে নতুন দর্শনের সৃষ্টি হল। যা ব্যক্তি কেন্দ্রিক অর্থাৎ ইতিহাস দর্শনের সঙ্গে ব্যক্তির যোগসূত্র তা রমেশ চন্দ্র দত্ত তার বিভিন্ন গ্রন্থ ও উপন্যাসে উদাহরণস্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। উন্নতি ও যুগ পরিবর্তনশীলতায় রমেশচন্দ্র দত্তের গভীর বিশ্বাস ছিল। তার মতে উন্নতি কখনো সরল রেখার মতো সহজে ও দ্রুত আসে না । অনেক বাধা-বিপত্তি, অবনতি, উত্থান- পতন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উন্নতি আসে। মানুষের জীবন তেমনি নিজের ইচ্ছামত চলতে পারে না। যুগের নিয়ম মেনে তাকে চলতে হয়। তেমনি ইতিহাস রচনায় ব্যক্তির সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্কও একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পরিচালিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত ইতিহাসের দর্শনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বোঝানোর জন্য সিন্ধু, বৈদিক, গ্রিক সভ্যতা ,বুদ্ধ, কনফিশিয়াস, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল নানান ব্যক্তি ও সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কালিদাস ও জাস্টিনের যুগ থেকে ভলতেয়ার, রুশো এবং ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত সভ্যতার উন্নতির সংক্ষিপ্ত সারাংশ তার ইতিহাস চর্চায় স্থান পেয়েছে। এই সকল বিষয়ে তিনি যেমন সমাজের মানুষের উন্নতির বিষয়ে জোর দিয়েছেন তেমনি নতুন মূল্যবোধের অনুসন্ধানের কথাও বলেছেন । ভারতীয় জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে স্মরণীয় নাম হল রমেশ চন্দ্র দত্ত। তার ইতিহাস চর্চায় যেমন ভারতের অর্থনৈতিক শোষণের উন্মোচন, দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান ইত্যাদি বিষয়ে যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি ভারতের গৌরবময় অতীত ও সাংস্কৃতিক চেতনাও স্থান পেয়েছে। তিনি একজন অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের পাশাপাশি একজন প্রশাসনিক আধিকারিক, সাহিত্যিক ও উপন্যাসিক ছিলেন। রমেশ চন্দ্র দত্তের সমাজ চেতনা নিয়ে আলোচনায় তার অমর সৃষ্টি সাহিত্য ও উপন্যাস লিপিবদ্ধ করা আছে। তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতে ফিরে এসে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। এই সময় থেকেই তিনি সাহিত্য নিয়ে চর্চা শুরু করেন। তার বিচিত্র কর্মজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ইতিহাস গবেষণা ও সাহিত্য সাধনা। ইংরেজি সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তার নিজের পরিবারের ভূমিকা যেমন ছিল তেমনি বাংলা সাহিত্য রচনায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যদিও ইংরেজি সাহিত্য তার প্রথম হৃদয় ভরা ভালবাসার প্রতীক। তবুও তিনি কঠোর পরিশ্রম করে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। তার এই অসাধারণ প্রতিভা বাংলা সাহিত্য কে উপহার দিয়েছিল চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস যথা_ বঙ্গবিজেতা, মাধবী কঙ্কন, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রাজপুত জীবন সন্ধ্যা। এই গ্রন্থ গুলি রচনার মধ্য দিয়ে সেই সময়কার সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। যা, বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস জগতের এক নতুন দিক উন্মোচন করেছিল। প্রশাসনিক আধিকারিক ও সাহিত্য রচনা এই উভয় ক্ষেত্রে রমেশ চন্দ্র দত্তের সমাজ চেতনা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এক উচ্চ মর্যাদায় স্থান পেয়েছিল। ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও সিভিল সার্ভেন্ট এই তিন সত্তার সংমিশ্রণের রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতবাসীর কাছে এক প্রগতিশীল ও দায়িত্বশীল চিন্তাবিদ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

উপসংহার

ঊনবিংশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ শতকের একেবারে প্রথম দশকে ইতিহাস সাধনায় ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত একটি স্মরণীয় নাম। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখনে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। ইতিহাস রচনা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল লক্ষণীয়। তার মতে কেবল যুদ্ধবর্ণনা ও সম্রাটদের কার্যাবলী প্রকৃত ইতিহাস নয়। এমনকি ইতিহাসে ব্যক্তির সঙ্গে কি সম্পর্ক সেই বিষয়েও তার চিন্তাভাবনা যথেষ্ট আধুনিক। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানতে হলে অবশ্যই আমাদের "The

All rights reserved. © 2026

Economic History of India"এবং "The Bengal peasantry"এই অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানি বিশেষভাবে পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থ দুটিতে কৃষক, কৃষি ব্যবস্থা, কর, খাজনা, ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে তিনি আলোকপাত করেছেন। যদিও এই গ্রন্থখানিতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শেষ সময়ের অর্থনীতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। কিন্তু তার এই অমর সৃষ্টি পরবর্তীকালে তরুণ প্রজন্মকে অসম্পূর্ণ ইতিহাসকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও তা কষ্টিপাথরে যাচাই করে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার পথ প্রশস্ত করে গেছেন । রমেশ চন্দ্র দত্ত এমন একজন খ্যাতনামা বাঙালি ঐতিহাসিক ছিলেন যিনি সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, ভাষা চর্চা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল। তার ইতিহাস লেখার চিন্তাধারা পাঠক সমাজকে ভাবিয়ে তোলে। চিরাচরিত গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে ইতিহাস লিখনে এমন প্রতিভা একমাত্র রমেশ চন্দ্র দত্তের গ্রন্থাবলীতেই পাওয়া যায়। এই ভাবধারার ইতিহাস চর্চার গবেষণার জন্য অবশ্যই শিক্ষার্থীর কাছে তার রচনাবলী পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। ইতিহাস শাস্ত্র অনুশীলনে মেধায়, মননে এবং পাণ্ডিত্যে তার প্রতিভা অসাধারণ। তিনি শুধুমাত্র ইতিহাস পরিমণ্ডলে নয় সারস্বত জগতে সত্যিই বিস্ময়কর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলা যেতে পারে _ "তোমায় দেখিয়া বড় বিস্ময় লাগে"।

References

দত্ত, আর. সি. (১৮৮৩). ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৭৫৭ _১৮৩৭). কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী.

দত্ত, আর. সি. (২০২২). রমেশ রচনাবলী. কলকাতা: সাহিত্য সংসদ.

দত্ত, আর. সি. (২০২৪). নির্বাচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস. কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির.

দত্ত, আর. সি. (২০২১). উপন্যাস সমগ্র. কলকাতা: করুণা প্রকাশনী .

আহির, রাজিভ. (২০১৮). এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইন্ডিয়া. স্পেকট্রাম বুক (পি) লিমিটেড, (ISBN: 978-81-7930-688-8)

দত্ত, আর. সি. (২০২৫). নির্বাচিত রচনা. কলকাতা: এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি.

Published By: ***Atasi Publisher***
All rights reserved. © 2026